আমাদের কর্মসূচী

রয়্যাল দে'জ মেডিক্যাল ও স্বাতী জ কিচেন

পাঁচমাথার মোড়, ঝাড়গ্রাম

9830703801 | 9830513186

স্বরূপ – তাপস

ফাউন্ডেশন
আয়োজিত

হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা

'আর টাইপ করে নয়, লেখাতেই হবে জয়'

স্বরূপ - তাপস মোশন আয়োজিত —

হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা

নিয়মাবলী -

১) 'ক' বিভাগ - ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী
'খ' বিভাগ - নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী
'গ' বিভাগ - সর্বসাধারণের জন্য অর্থাৎ সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২) 'গ' বিভাগ এর অনুচ্ছেদটি **9830703801** নম্বর এ ফোন বা **Whatsapp** এর মাধ্যমে জেনে নিতে হবে।

৩) 'ক' বিভাগ ও 'খ' বিভাগ এর একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ই-মেইল আইডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেইটি দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে হবে।

৪) **A4** সাইজের সাদা পাতার একদিকে নীল অথবা কালো কালির বল পয়েন্ট পেন দিয়ে লিখতে হবে।

৫) কাগজটির ওপরে পরিষ্কার করে প্রতিযোগীর নাম, ক্লাস, বিদ্যালয়ের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা থাকতে হবে।

৬) ২০শে জুলাই, ২০২৪ এর মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করে কাগজগুলি ঝাড়গ্রাম পাঁচমাথার মোড়ে অবস্থিত রয়্যাল দে'জ মেডিক্যাল-এ জমা দিতে হবে। (সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা)

৭) কাগজগুলি একটি নির্দিষ্ট ফাইলে জমা দিতে হবে। ফাইলের উপরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নাম ও যোগাযোগের নম্বর সুস্পষ্ট ভাবে লিখে দিতে হবে।

৮) প্রাথমিক পর্বে ক,খ,ও গ বিভাগ থেকে ২৫জনকে নির্বাচিত করা হবে। চূড়ান্ত পর্বে কেবলমাত্র সেই প্রতিযোগীরাই অংশগ্রহণ করবে।

৯) চূড়ান্ত পর্বের দিন শ্রুতিলিখন প্রতিযোগিতা হবে।

১০) চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার দিন, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং নির্বাচিত প্রতিযোগীকে ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

১১) বিশিষ্ট হস্তাক্ষর বিশারদগণ বিচারক রূপে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগিতার শেষে তাঁদের নেতৃত্বে একটি 'ক্যালিগ্রাফি' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত হবে।

১২) কর্মশালার শেষে থাকবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

১৩) প্রতিযোগিতার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন :- **9830703801**

ক বিভাগ

শব্দ কল্প দ্রুম্

- সুকুমার রায়

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা-
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাই শাই পন্‌পন্, ভয়ে কান বন্ধ-
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্- ওকি শুনি ভাই রে?
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে- যেওনাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্ ! ঝুপ্‌ঝাপ্ ঝ-পাস্ !
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?- গব্ গব্ গবা-স্ !
খ্যাশ্ খ্যাশ্ ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্, রাত কাটে ঐরে !
দুড়ু দুড়ু চুরমার- ঘুম ভাঙে কই রে !
ঘর্ঘর ভন্‌ভন্ ঘোরে কত চিন্তা !
কত মন নাচে শোন্ - ধেই ধেই ধিন্‌তা !
ঠুংঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে-
ফট্‌ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে !
হৈ হৈ মার মার , "বাপ্ বাপ্" চিৎকার-
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড়ু এইবার ।

খ বিভাগ

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ -
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ণ।
পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত সেই আমি-- কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ!
কুন্তী।
বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।
কর্ণ।
দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতেচিত্ত বিগলিত মোর, সূর্য করঘাতে শৈল তুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বরযেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-'পরজাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরেজন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরেতোমা সাথে হে অপরিচিতা!
কুন্তী।
ধৈর্য ধর্,ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকরআগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির আসুক নিবিড় হয়ে।-- কহি তোরে বীর,কুন্তি আমি।
কর্ণ।
তুমি কুন্তী! অর্জুনজননী!
কুন্তী।অর্জুনজননী বটে! তাই মনে গণিদ্বেষ করিয়ো না বৎস। আজো মনে পড়েঅস্ত্রপরীক্ষার দিন হস্তিনানগরেতুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমাররঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যততার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনীঅতৃপ্ত স্নেহক্ষুধার সহস্র নাগিনীজাগায়ে জর্জর বক্ষে-- কাহার নয়নতোমার সর্বাঙ্গে দিল আশিস্-চুম্বন।অর্জুনজননী সে যে। যবে কৃপ আসিতোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,কহিলেন "রাজকুলে জন্ম নহে যারঅর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার'--আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে, সেই লজ্জা-আভাখানিদহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজেকে সে অভাগিনী।
অর্জুনজননী সে যে।পুত্র দুর্যোধন ধন্য, তখনি তোমারেঅঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক। ধন্য তারে।মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশিউদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসিঅভিষেক-সাথে। হেনকালে করি পথরঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথআনন্দবিহ্বল। তখনি সে রাজসাজেচারি দিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণেসূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃসম্ভাষণে।ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবেধিক্কারিল; সেইক্ষণে পরম গরবেবীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণিআশিসিল, আমি সেই অর্জুনজননী।

গ বিভাগ

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষস-ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে- অজেয় জগতে-
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা,

মেঘনাদবধ কাব্য
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
-তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।।